আদনান মারুফ

কে হাল ধরবেন বিপর্যস্ত আইবিএম-এর ?

সংকটের এলোপাথারি দমকা হাওয়ায় দুলছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ কমপিউটার কোম্পানি আইবিএম। মার্কিন কোম্পানি ইতিহাসের সর্ব বৃহৎ প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা লোকসান ১৯৯২ সালে দিয়ে এখন ব্যাপক পূর্ণবিন্যাসের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে আইবিএম। আট বছর ধরে সর্বোচ্চ নির্বাহীর পদে থেকে আইবিএম-এর নিমজ্জমান রাজস্বকে রক্ষার কোন ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়ে গত ২৫ জানুয়ারী পদত্যাগ করেছেন জন এফ একারস (৫৮)। আইবিএম-এ অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বছর।

একারস এক লক্ষ কর্মচারী ছাটাই করে, কোম্পানিতে ব্যাপক রদবদল করে এবং পিসি ব্যবসাকে

জন এফ. একারস

সম্পূর্ণ পৃথক করেও ধ্বস ঠেকাতে পারেননি তাদের রাজস্বের মূল উৎস মেইনফ্রেম এবং পরবর্তীতে মিনি কমপিউটারের পর্যন্ত বিক্রির নিম্ন পতনের ফলে। আইবিএম-এর প্রতিটি শেয়ারের মূল্য, যে মূল্য ১৯৮৭ সালে আগস্ট মাসে সর্বোচ্চ ১৭৫ ডলারে উঠেছিল, তা গত বছর সর্বনিম্ন ৪৬ ডলারের নীচে নেমে আসে।

এখন সারা মার্কিন করপোরেট জগতের দৃষ্টি আইবিএম-এর বাণিজ্যিক বিশ্ব মহাবিপর্যয়ের দিকে নয়, বরং সবাই অপেক্ষায় রয়েছে এই মহিরুহটিকে সামলাবে কে, নেতৃত্ব দেবে কে তা দেখার জন্য। একারসের শূন্য পদে সম্ভাব্য যাদের নাম এ পর্যন্ত এসেছে তারা হচ্ছেন আইবিএম মার্কেটিং প্রধান রবার্ট লা বান্ট, পিসি ও ওয়ার্কস্টেশন ব্যবসা প্রধান রবার্ট জেমস ক্যান্নাভিনো, প্রাক্তন আইবিএম নির্বাহী ও বর্তমানে হিউজেস এয়ারক্রাফট প্রধান মাইকেল আর্মষ্ট্রং, প্রাক্তন আইবিএম কর্মকর্তা ও স্বতন্ত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী রস পেরো, এপল প্রধান জন স্কুলি, ইন্টেল প্রধান এণ্ড গ্রোভ, জেরক্স প্রধান ডেভিড কেরন্স এবং প্রাক্তন এনসিআর প্রধান চার্লস এঙ্গলে।

আইবিএম এমন একটা আদর্শ মার্কিন প্রতিষ্ঠান যেখানে ধীরস্থিরভাবে এবং বেশ দৃঢ়তার সাথে সিদ্ধান্তসমূহ নেওয়া হয় ও সামনে অগ্রসর করা হয়। তাদের নেতৃত্বের উত্তরাধিকারের ধারাটিও সুপরিকল্পিত এবং ঋজু। সেই প্রতিষ্ঠানে বহিরাগত কাউকে কোম্পানি প্রধান পদে বসানোটা আইবিএম দর্শন বিরোধী। এ ব্যাপারে খুব শিগ্রই সিদ্ধান্ত নেবে আইবিএম-এর বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস।

ইতিমধ্যেই আইবিএম-এ মহাপ্রলয় ঘটে গেছে। এই বিশালকায় কোম্পানিটির তারচেয়ে বিশাল সমস্যা মোকাবিলার দুরূহ দায়িত্ব তাকে আইবিএম-এর সুন্দরতম দিকগুলিকে উন্মোচন করতে হবে এবং বাজে জিনিষগুলিকে কবরস্থ করতে হবে সুনিপুণ দক্ষতায়। বিশ্বজুড়ে আইবিএম পণ্যের ও প্রযুক্তির সুউচ্চ মানের সুনামের ভিত্তিই হচ্ছে তাদের অপরিসীম শক্তির মূল উৎস।

আইবিএম-এর সাম্প্রতিক এই সংকটের অনেক কারণের একটি বলে বর্ণনা করা হয়েছে তাদের ফিনান্স বিভাগের প্রধান নির্বাহী ফ্র্যাঙ্ক এ মেটজের দুর্বল আর্থিক ব্যবস্থাপনা। মূলতঃ বিপণন ব্যাকগ্রাউণ্ডের মেটজ হলেন সবাইকে মানিয়ে চলার মত সুবোধ মানুষ। আইবিএম-এর বিশাল আয়তন এবং জটিলতার সাথে খাপ খাওয়ানোর মত চোস্ত পেশাদার ফিনান্সিয়াল একাউনটেন্ট তিনি নন। আইবিএম-এর এই চলতি সংকটের শুরুতেই কিছুদিন আগে অভিজ্ঞ প্রাক্তন ফিনান্স নির্বাহী পল জে রিজো (৬৫) কে আবার ডাকা হয়, অসংখ্য জটিল আয়-ব্যয় পূর্বাভাস নিয়মিত সরবরাহের কাজটি নির্ভুলভাবে সমাধানের জন্য। আইবিএম প্রধান পদটির জন্য একদিন এই রিজোই ছিলেন একারসের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু তদানিন্তন আইবিএম প্রধান ফ্র্যাঙ্ক টি ক্যারি একারসকে তার স্থলাভিষিক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন।

এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য মার্কিন ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞদের একটি অংশ ওয়াশিংটন কর্তৃপক্ষের বিশেষ উদ্যোগে আইবিএম এপল একীভূত করে একটি কোম্পানিতে রূপান্তরিত করে এপল প্রধান জন স্কুলিকে অথবা মাইক্রোসফট আইবিএম একীভূত করে ৩৭ বছর বয়স্ক উচ্চাভিলাষী মাইক্রোসফট প্রধান বিল গেটসকে এটির প্রধান করার পরামর্শ দিয়েছেন।

তবে আইবিএম-এর অভ্যন্তর থেকে কাউকে প্রধান করে পুরো কোম্পানিতে বৈপ্লবিক একটা সংস্কারের যোগ্য বিবেচনা করা হচ্ছে ৪৮ বছর বয়স্ক রবার্ট জেমস

জেমস বার্কে
ডাইরেক্টর,
আইবিএম

ক্যান্নাভিনোকে। তিনি উঠে এসেছেন একজন সাধারণ টেকনিক্যাল ষ্টাফের পদ থেকে। বিপণন এলাকা থেকে নয়। অথচ আইবিএম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী বিগত প্রধানরা সবাই এসেছেন বিপণন বা মার্কেটিং এলাকা থেকে। সবচেয়ে মজার কথাটি হচ্ছে ক্যান্নাভিনোর কোন কলেজ ডিগ্রী পর্যন্ত নেই। তবে তার প্রতি রয়েছে বহির্বিশ্বের অখণ্ড সম্মান। একজন উচুদরের প্রযুক্তিগত উদ্ভোক্তা ক্যান্নাভিনো। আইবিএম-এর বর্তমান মার্কেটিং প্রধান রবার্ট লা বান্ট হচ্ছেন ক্যান্নাভিনোর নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের আইবিএম-এর মত একটা উচ্চতর প্রযুক্তি নির্ভর কোম্পানি পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট প্রার্থী নেই বললেই চলে। তাই বোর্ড অফ ডিরেক্টরস চাচ্ছে এমন একজনকে যার অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকলেও নেতৃত্বের গুণাবলী এবং ভবিষ্যৎ অন্তর্দৃষ্টির সচ্ছলতায় কোন ঘাটতি নেই।

আশু যে কাজটি আইবিএম করতে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে তাদের সম্ভাবনাময় ব্যবসাগুলিকে সম্পূর্ণ স্বাধিকার প্রদান এবং অনুৎপাদক ও অলাভজনক অনেক কয়েকটি ব্যবসা বিক্রী করে দেওয়া। যে তিনটি অংশকে আইবিএম এ মুহূর্তে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বলে চিহ্নিত করেছে তা হচ্ছে **আইবিএম পিসি কোম্পানি, পিনাল্ট সিস্টেমস** (প্রিন্টার প্রস্তুতকারক) এবং **অ্যাডষ্টার** (ডিস্কড্রাইভ ও অন্যান্য স্টোরেজ কৌশল নির্মাতা)। এসব কোম্পানি তাদের বিতরণ বা বিজ্ঞাপন বাজেটের পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে না। এসব করা হয় কেন্দ্রীয়ভাবে। একটি একক আইবিএম বিক্রয় বিভাগ মাত্র ৯৯ ডলারের পিসি সফটওয়্যার থেকে শুরু করে ২০ মিলিয়ন ডলারের মেইনফ্রেম পর্যন্ত বিক্রি করে। সব কিছুর জন্য একটি বিক্রয় বাহিনী সম্পূর্ণ অবাস্তব ব্যাপার। এসব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের ব্যবসার যথার্থ বিতরণ ব্যবস্থা একটি থেকে অপরটি পৃথক।

আইবিএম এখন মাইক্রোকমপিউটারমুখী। তবে এই এলাকায় তারা কম পক্ষে পাঁচ বছর পিছিয়ে পড়েছে এবং তাদের প্রস্তুতি ও প্রতিজ্ঞাও অপ্রতুল এ পর্যন্ত।

আইবিএম সবচেয়ে সফল সফটওয়্যার পণ্যটি হচ্ছে CICS সেটিকে উচ্চারণ করা হয় 'কিকস' বলে। এই জটিল সফটওয়্যারটি এয়ারলাইন্স ও ইন্সুরেন্স কোম্পানির মত বড় সিস্টেমের আদান প্রদানের ব্যবস্থাপনা করে। কিন্তু কেবল মাত্র ১৯৯২ সালে আইবিএম যখন দেখতে পায় যে প্রতিদ্বন্দ্বীরা এটির ওয়ার্কস্টেশন ভার্শন বাজারে ছেড়েছে তখন তারা বাধ্য হয়

রবার্ট লা বান্ট

রবার্ট জে. ক্যান্নাভিনো

মাইকেল আর্মষ্ট্রং

রস পেরো

জন স্কুলি

এনড্রু গ্রোভ

ডেভিড কিয়ার্ন্স

চার্লস এক্সলে

তাদের নতুন ভার্সনটি ওয়ার্কস্টেশনের জন্য ছাড়তে। আসলে মেইনফ্রেম কমপিউটার বেশ বড় মুনাফায় বিক্রী করে এবং বিক্রয় পরবর্তী বেশ কয়েক বছরের সফটওয়্যার ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি তৎসঙ্গে পেয়ে তাদের চিন্তা চেতনা এত আড়ষ্ট হয়ে পড়ে যে তারা মেইনফ্রেম বাজার থেকে যে এত সহসা বেড় হয়ে আসতে হবে তা গ্রহণ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। এটাকে বিশ্লেষকরা আখ্যা দিয়েছে ফিনান্সিয়াল কোকেইনের নেশা হিসেবে। আইবিএম যে প্যারালাল বা সমান্তরাল প্রসেসিং মেশিনগুলি কিছুদিনের মধ্যে ছাড়তে যাচ্ছে সেগুলি তাদের দামী মেইনফ্রেমের বাজারকে আরো দ্রুত গ্রাস করবে। কিন্তু এই বাস্তবতা থেকে কোন পরিত্রাণ নেই তাদের। প্রতিদ্বন্দ্বীরা দ্রুত বাজার দখল করে ফেলবে আইবিএম দেরী করলেই।

বিপণন এলাকাতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হচ্ছে আইবিএমকে। প্রতিটি ব্যবসার জন্য পৃথক বিশেষজ্ঞ দল গঠন করছে আইবিএম। এসব বিশেষজ্ঞরা ক্রেতার ব্যবসার ধরণ অনুযায়ী দ্রুত সহায়তা ও সার্ভিসের ব্যবস্থা করবে। যেমন ব্যাংকিং-এ যারা কাজ করবে তারা একজন ব্যাংকারের চেয়ে ঢের বেশী জ্ঞান রাখবে ব্যাংকিং ব্যবসায়। তারা সমাধান এঁকে দেবে দক্ষ হাতে ক্রেতার চাহিদা বিশ্লেষণ করে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে সিস্টেম ইন্টিগ্রেটরস। বিভিন্ন শিল্পভিত্তিক পৃথক পৃথক সফটওয়্যার সহায়তাও প্রদান করবে আইবিএম এর সাথে। তা সেই ক্রেতা আইবিএম-এর হোক বা অন্য কমপিউটার ব্র্যাণ্ড ব্যবহারকারীই হোক।

আইবিএম-এর দ্রুত বর্ধিষ্ণু মার্কিন অঙ্গ কোম্পানি ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম সলুশন কোম্পানি এই এলাকায় বেশ সংগঠিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। বেশ কয়েকটি মার্কিন শিল্প গ্রুপ ও ইউরোপের বিপণন প্রতিষ্ঠানে কাজ পেয়েছে এই কোম্পানিটি।

কর্মচারী সংখ্যা হ্রাস করার পাশাপাশি আইবিএম আরো সম্পত্তি রাইট অফ করছে। আশির দশকে গতায়ু মেইনফ্রেমের কারণেই আইবিএম প্রায় ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পত্তি রাইট-অফ করে। খরচ কমানোই এখন তাদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। ছাটাই করে যা সাশ্রয় হচ্ছে তা এর মধ্যে অন্যতম। আইবিএম-এর স্টোরেজ পণ্যের কোম্পানির এ্যডষ্টার বিশ্বে তাদের মোট কারখানার দশটি সম্ভবতঃ বন্ধ করে দেবে এই খরচ সাশ্রয়ের অংশ হিসেবে। কোম্পানি বিশ্লেষকরা বলছে যে, আইবিএম-কে লাভজনক করতে হলে তার অংশসমূহকে ছোট আকারে এনে প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি হিসেবে বিভাজন করতে হবে। আইবিএম এর বর্তমান বিশাল আয়তনের কারণে এটিকে পরিচালনা সত্যিকারে একটা অস্বাভাবিক কাজ।

আইবিএম-এর কোম্পানি কৃষ্টির সবচেয়ে ক্ষতিকর দিকটি ছিল একরোখা এবং গোপনীয় ষ্টাইল। সবাই সেখানে চলে রুটিন ছকে। নতুন একটা ডায়নামিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটিকে পুণর্গঠিত করতে হলে এর নেতাটিকে নতুন দিক নির্দেশনা দিতে হবে পরিমার্জিত ব্যবস্থাপনা ভাবধারায়। বিশ্বকে তার প্রযুক্তি ঐশ্বর্য দিয়ে নতুন পথে সহায়তা দিতে হবে আইবিএম-কে। পরবর্তী কোম্পানি প্রধানের ব্যক্তিত্বটাই হবে সবচেয়ে মূখ্য গুণ। একরোখা স্বভাব আর চলবে না। সেটা কোম্পানির অভ্যন্তরেই হোক বা বাইরে।

অচ্ছেদ্য আমলাতান্ত্রিক স্তরগুলিই কাল হয়েছে আইবিএম-এর কালক্রমে। এই আমলাতান্ত্রিক স্তর গুলিকে সমূলে উৎপাটিত করার পরামর্শ দিয়েছে বাইরের অভিজ্ঞ মার্কিন ব্যবস্থাপকরা। আইবিএম-এপল যৌথভাবে যে জটিল পিসি সফটওয়্যার উদ্ভাবন করতে যাচ্ছে যেই টেলিজেন্ট প্রকল্পটির প্রধান জোসেফ গুগলিয়েলমি (৫১) বলেন 'আইবিএম-এর ব্যবস্থাপনা মানের একঘেঁয়ে ছকে মূখ্য নির্বাহীদের সহকারী কর্মকর্তারা গলদঘর্ম হয়, বিস্তারিত খুঁটিনাটি কাজ গুলি সমাধা করতে দৈনন্দিন ভিত্তিতে। এভাবে তারা তাদের উপরস্থ নির্বাহীদের মুক্ত রাখেন বড় বড় বিষয়াদির পেছনে সময় ব্যয় করতে। এই প্রক্রিয়ায় বর্হিবিশ্বের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পরেন বড় পদবীর নির্বাহীরা। এই অবস্থায় ক্রেতাদের সাথে এবং বাজারের চলমান বাস্তব ঘটনা প্রবাহের সাথে সম্পর্ক হারিয়ে নির্জন দ্বীপের বাসিন্দা হয়ে পরেন নির্বাহীরা। তিন জন প্রশাসনিক সহকারী কর্মকর্তা সাথে করে সফর করতেন গুগলিয়েলমি তার ৩০ বছরের আইবিএম চাকুরী জীবনে। এখন আইবিএম ছেড়ে টেলিজেন্টে তিনি একাই সফর করেন সাচ্ছন্দে। নিজেই গাড়ী ভাড়া করেন এবং তার সফর সঙ্গী ল্যাপটপ পিসিটি নিয়ে চমৎকার সময় কাটান হোটেল কক্ষে। তার অফিস কক্ষটি এখন প্রকল্পের প্রকৌশলীদের বাসস্থানের সন্নিকটে। তিনি বলেন, 'আমি বহমান প্রযুক্তি ধারার মাঝখানে অবস্থান করছি মহাতৃপ্তিতে। আজকে বিশ্বটি যেখানে অবস্থান করছে আমি তার কাছাকাছি অবস্থান করছি সব বিচ্ছিন্নতা ছিন্ন করে।'

আইবিএম-এর বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস যখন তাদের বাছাই শেষ করে এর নতুন প্রধানটিকে অধিষ্ঠিত করবেন তখন বাস্তব বিশ্বের সম্পর্কে আসবে আইবিএমও। একারস নিষ্ঠার সাথে সেই লক্ষ্যেই কাজ করেছিলেন কিন্তু কোন ফলাফল পাননি তার শাসন আমলের অধিকাংশ সময়ে বিশেষ করে শেষের দিকে। তার উত্তরসূরীর জন্যও এই লড়াই হবে বেশ দুরূহ। কিন্তু নিশ্চই এমন কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে যিনি আইবিএম-কে নেবেন আবার সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে। কমপিউটার প্রযুক্তির সুঠাম বিকাশের বৃহৎ স্বার্থে এখন সংশ্লিষ্ট সবার একান্ত প্রত্যাশা সেই ব্যক্তিটি দেখা দিক অতি সহসা।

আইবিএম যেখানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী

আইবিএম-এর সংকট নিয়ে সোরগোলের এই সময়ে বিস্মৃত হওয়াটাই স্বাভাবিক যে নতুন কোম্পানি প্রধান তার আওতায় পাবেন নিম্নলিখিত অবিশ্বাস্য ঐশ্বর্য্যসমূহ

- **বিরাট সফটওয়্যার ব্যবসা :** মাইক্রোসফটসহ যেকোন সফটওয়্যার কোম্পানির চেয়ে বেশী ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে অতিরিক্ত বার্ষিক রাজস্ব আয় আইবিএম-এর। এসব প্রোগ্রাম মেইনফ্রেমেরই বেশী তবে এর অনেকগুলি দ্রুত প্রসারিত পিসিভিত্তিক নেটওয়ার্কে ব্যবহার করা যাবে।
- **RS/6000 :** বেশ চমৎকার ডিজাইনের ওয়ার্কস্টেশন। বিক্রিও বাড়ছে প্রচুর। দেরীতে এসেও আইবিএম এই বাজারের ১৮% দখল করেছে। RS/6000 চিপ একসাথে সাজিয়ে প্যারালাল প্রসেসিং প্রযুক্তি দিয়ে আইবিএম শিঘ্রই মেইনফ্রেমের সস্তা বিকল্প বাজারে ছাড়বে।
- **সেমিকণ্ডাক্টার প্রযুক্তি :** বিশ্বের সর্ববৃহৎ চিপ নির্মাতা আইবিএম। প্রতিটি ধরনের মেমোরী চিপে মার্কিন ও জাপানী প্রতিযোগীদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে তারা। তাদের প্রযুক্তিবিদরা এখন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করছে যে চিপ যতই ঘন হোক না কেন বাড়তি তাপ সেটি এড়িয়ে যেতে সক্ষম হবে।
- **সেবা :** সেবা বা সার্ভিসই এখন তাদের সবচেয়ে দ্রুততম প্রসারিত ব্যবসা। এরমধ্যে রয়েছে সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন এবং প্রশিক্ষণ। তবে এই ব্যবসায় লাভের পরিমাণটা তুলনামূলক কিছুটা কম।
- **গবেষণাগার :** সুপারকণ্ডাক্টিভিটি থেকে অপটিক্যাল কমপিউটিং পর্যন্ত ব্যাপক বিস্তৃত বৈপ্লবিক প্রযুক্তি এলাকায় তিনজন নবেল পুরস্কারজয়ী বিজ্ঞানী কাজ করছেন তাদের সর্বাধুনিক গবেষনাগারগুলিতে।
- **ব্র্যাণ্ড নাম :** এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আইবিএম-এর নামটি সবচেয়ে ওজন বহন করে ব্যবহারকারীদের কাছে। শক্তিশালী, উচ্চমানের প্রযুক্তির সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে আইবিএম।
- **ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে উপস্থিতি :** বিশ্বব্যাপী আইবিএম-এর বিপণন ও সার্ভিসের কোন তুলনা নেই। তবে তাদের আঞ্চলিক বিপণন গ্রুপসমূহের মধ্যে সংঘাত মেটাতে হবে।
- **আইবিএম ক্রেডিট কোং :** বড় কমপিউটারগুলিতে ভাড়াতে সরবরাহ করে এই কোম্পানিটি ১৯৯২ সালে লাভ করেছে অস্বাভাবিক অঙ্ক- ২১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।